দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীরা

■ হোসেন আল-আমিন ■

নারী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সরকার প্রধান ও বিরোধী দল প্রধান- উভয়েই নারী। এটি একটি বিশ্ব রেকর্ড। গত সাত বছরে এই রেকর্ড কোন দেশ ভাঙতে পারেনি। এই রেকর্ড সৃষ্টিতে যারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তারা হলঃ এদেশের ছাত্র-ছাত্রী সমাজ। তবে যে দু'জন নারী দেশের এই সর্বোচ্চ আসন দু'টি অলংকৃত করেছে, তাদের কেউই ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে বর্তমান অবস্থানে উঠে আসেননি। বিরোধীদলীয় নেত্রীর ছাত্রজীবনে রাজনীতির সাথে কোন সংশ্রয় ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর যৎ- সামান্য যা ছিল তা উল্লেখ করার মত নয়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল নগণ্য। ছাত্রী নেতৃত্বের রেকর্ড যা আছে তা স্বাধীনতা পূর্বকালের। ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় এ যাবৎ নির্বাচিত ২৫ জনসহ-সভাপতির (ভিপি) মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন ছাত্রী। এঁরা হলেন, ১৯৬০-৬১ সেশনে নির্বাচিত বেগম জাহানারা আখতার এবং ১৯৬৭-৬৮ সেশনে নির্বাচিত মাহফুজা খানম। ১৯২৪-২৫ সেশন থেকে ১৯৯০-৯১ সেশন পর্যন্ত নির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে মাত্র একজন ছাত্রী ছিলেন। সেই সৌভাগ্যবতী হলেন বর্তমান সরকারের কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী। ১৯৬৩-৬৪ সেশনে তিনি নির্বাচিত হন। সে সময়ে ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন রাশেদ খান মেনন। স্বাধীনতার পর সাতবার ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। এতে ছাত্রীরা এ দু'টি বড় পদে নির্বাচিত হওয়া তো দূরে থাক প্রার্থী হওয়ার কথাও শোনা যায়নি। ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কেন্দ্রীয় সংসদের ছাত্রী প্রতিনিধি ও ছাত্রী হল সংসদ। সহ শিক্ষা সম্পন্ন কলেজগুলোতেও ছাত্রীদের জন্য এরকমই সুযোগ রয়েছে। তবে মহিলা কলেজের সংসদ নির্বাচনে তাদের রয়েছে পূর্ণ কর্তৃত্ব।

ছাত্র রাজনীতি বর্তমান সময়ে সন্ত্রাস নির্ভর হওয়ায় দলীয় রাজনীতিতেও ছাত্রীদের অবস্থান ভাল নয়। বর্তমানে দেশে সচল ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কোনটার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বা সম্পাদক পদে কোন ছাত্রীর অবস্থান নেই। কারণ ছাত্রীদের দিয়ে তো লেঠেলি করানো যায় না। যেটা তাদের মুরুব্বী রাজনৈতিক নেতারা করান ক্ষমতায় টিকে থাকা কিংবা ক্ষমতায় থাকার জন্য। অবশ্য এ উদ্দেশ্যে ছাত্রীদের যোগ্য করার জন্য ট্রেনিং শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগ থেকেই। গতবছর ইডেন কলেজে দু'দল ছাত্রীর 'যুদ্ধ' মহড়া বেশ চমকপ্রদ ছিল। যদিও 'যুদ্ধাস্ত্র' হিসেবে হস্ত ও লাঠি, ছুরি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মুরুব্বীরা যদি যুদ্ধ মহড়ার স্ব-স্ব বাহিনীর ভূমিকায় সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে অদূর ভবিষ্যতে ছাত্রীদের আগ্নেয়াস্ত্রের মহড়া দেখে বিস্মিত হওয়ার অবকাশ থাকবে না। আর সে কাজটি সম্ভব হলে ছাত্রীরাও দলীয় রাজনীতির গ্রুপিং-এ জয়লাভ করে দলের সভাপতি-সম্পাদক কিংবা ছাত্র সংসদের ভিপি-জিএস হতে পারবে। বর্তমানের নেত্রীরা যদি আন্তরিক হন নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য, তবে ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীরা একটা ভাল অবস্থানে আসতে পারে। বর্তমানে মিছিলের শোভা বর্ধনের জন্য একদল মেয়েকে যেরূপ সামনের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, কালের পরিক্রমায় নারী নেতৃত্বের বদৌলতে তাদের এই সামনের সারির আসন হয়তো ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

রাজনীতিতে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীদের নেতৃত্বে আসা প্রয়োজন এবং এরূপ ছাত্রী নেতৃত্বই যদি বর্তমান কৃষিমন্ত্রীর ন্যায় জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় তাহলে প্রশাসন অনেকাংশে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত থাকবে। তবে এরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন জাতীয় রাজনীতির কর্ণধারদের একান্ত সদিচ্ছা।❑